بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

বিশ্বের এই অংশে আল্লাহতা'লা কেন্দ্র বানানোর তৌফিক দিয়েছেন যা একত্ববাদশূণ্য বরং অংশিবাদিতায় পরিপূর্ণ, (উদ্দেশ্য হলো) এখান থেকে নব উদ্যমে একত্ববাদ প্রচারের কাজ কর এবং মহানবী (সাঃ) এর সত্যিকার দাসের মিশনকে বাস্তবায়ন কর। আর অবশেষে যেন সেই দিন আসে যখন নগরের পর নগর শহরের পর শহর আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদের ঘোষণাকারী হবে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড (ইউ.কে.) হতে প্রদত্ত ১৭ মে ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

قُلۡ اَمَرَ رَبِّیۡ بِالۡقِسۡطِ ۟ وَاَقِیۡمُوۡا وُجُوۡھَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِدٍ وَّادۡعُوۡہُ مُخۡلِصِیۡنَ لَہُ الدِّیۡنَ ؕ کَمَا بَدَاَکُمۡ تَعُوۡدُوۡنَ ○
فَرِیۡقًا ھَدٰی وَفَرِیۡقًا حَقَّ عَلَیۡھِمُ الضَّلٰلَۃُ ؕ اِنَّھُمُ اتَّخَذُوا الشَّیٰطِیۡنَ اَوۡلِیَآءَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ وَیَحۡسَبُوۡنَ اَنَّھُمۡ مُّھۡتَدُوۡنَ ○
یٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِیۡنَتَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِدٍ وَّکُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا ۚ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الۡمُسۡرِفِیۡنَ ○

(সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০-৩২)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, **"তুমি বলে দাও, আমার প্রভু আমাকে ইনসাফ তথা ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন আর এই (নির্দেশ) যে, প্রত্যেক মসজিদের কাছে নিজের মনোযোগ সন্নিবিষ্ট কর আর আল্লাহ তা'লার ইবাদতকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'লারই অধিকার আখ্যা দিয়ে তাঁকে ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদের আরম্ভ করেছেন একদিন তোমরা সে অবস্থার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। একদলকে তিনি হেদায়েত দিয়েছেন কিন্তু অপর একটি দল আছে যাদের জন্য ভ্রষ্টতা আবশ্যক হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য গণ্য হয়েছে। তারা আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে শয়তানদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে। তারা মনে করে তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে। হে আদম সন্তানগণ সকল মসজিদের কাছে সেক্সন্দর্যের উপকরণ অবলম্বন কর। আর খাও ও পান কর কিন্তু অপব্যয় করো না, কেননা আল্লাহ্ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।"**

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার। আল্লাহ তা'লা আজ আমাদেরকে ইসলামাবাদের এই মসজিদে জুমুআ পড়ার তৌফিক দিচ্ছেন। যদিও আজকে আমরা এই জুমুআর মাধ্যমে ঐতিহ্যগতভাবে মসজিদ উদ্বোধন করছি কিন্তু কার্যত আমার এখানে স্থানান্তরিত হতেই নামায ও অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা লাগাতার চলতে থাকে। আল্লাহর কৃপায় যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর গত ১০-১৫ বছরে মসজিদ নির্মাণের প্রতি জামা'তগুলোর বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে যার কারণে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এ মসজিদের নাম আমি মসজিদে মোবারক রেখেছি। এর গুরুত্ব এ দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের বাসভবনও এখানে আর সুন্দর গৃহের আকারে সেবকদের প্রায় ২৯-৩০ জনের বাসস্থানও এখানে রয়েছে। অধিকন্তু সেসকল দপ্তরও এখানে রয়েছে যাদের সাথে প্রত্যহ আমার অধিক কাজ থাকে। অর্থাৎ এই জায়গা ও এ মসজিদ এদিক থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। খোদার কাছে দোয়া থাকবে এ মসজিদ এ দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদে মোবারকের প্রতিচ্ছবি বা মসীল প্রমাণিত হোক আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকর্ষণকারী এবং সকল অর্থে আশিসময় হোক। যখন এর নাম প্রস্তাব করা হচ্ছিল, বিভিন্ন নাম পূর্বে মাথায় আসতে থাকে আর বিভিন্ন নাম সম্পর্কে পরামর্শও হতে থাকে কিন্তু এরপর হযরত মসীহ মওউদ এর এই এলহাম হঠাৎ আমার সামনে আসে যে, 'মুবারাকুন ওয়া মুবারেকুন ওয়া কুল্লু আমরীন মুবারাকীন ইয়ুজআলু ফীহে' হযরত মসীহ্ মওউদ এর ভাষাতেই এর অনুবাদ হলো অর্থাৎ এই মসজিদ আশিসদাতা ও আশিসমণ্ডিত আর সকল বরকতময় বিষয় এতে সমাধা করা হবে। আল্লাহ্‌তা'লার কাছে আমাদের এ দোয়া থাকবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকে যেসব দোয়া করেছেন আর পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তার ও বিজয়ের জন্য তাঁর যে বাসনা ও ব্যকুলতা ছিল তা যেন এই মসজিদের ভাগ্যেও জোটে আর এ মসজিদ ও এ কেন্দ্র যেন সব সময় ইংল্যাণ্ড, ইউরোপ এবং পৃথিবীর সকল দেশে এখান থেকে একত্ববাদের প্রসার ও ইসলামের বাণী প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করে। কেন্দ্রের এখানে আসা সকল অর্থে কল্যাণময় হোক আর খেলাফতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে সূচীত সকল পরিকল্পনা সবসময় যেন খোদার খোদার কৃপা ও আশিস আকর্ষণ করতে থাকে। অধিকন্তু খোদার দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মসজিদের সাথে যেসকল কল্যাণরাজির সম্পর্ক ছিল তা যেন এরও লাভ হতে থাকে। শত্রুরা আমাদের হাত থেকে যে ফযল ও আশিসকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল আল্লাহতা'লা পূর্বের চেয়ে বেশি বরং কয়েকগুণ বেশি এই মসজিদ ও

কেন্দ্র থেকে উন্নতি দান করুন। যাদেরকে আল্লাহ তা'লা এই নতু ন গ্রামে বসবাসের সৌভাগ্য দিয়েছেন আর কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণে যারা এই নতু ন বসতির আশেপাশে এসে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছে বা স্থাপন করছে তাদের নিজেদের অবস্থায় এমন পরিবর্তন আনা উচিত যার সুবাদে অত্রাঞ্চলে আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকার চিত্র মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে। নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল যাবৎইসলামাবাদে আমাদের ওয়াকেফীনে জিন্দেগী এবং কর্মকর্তাগণ বসবাস করে আসছেন। আর এখানকার অধিবাসীরা এ দিক থেকে আহমদীদের সাথে পরিচিতও বটে। এখন এই জনবসতি একটি নতুন রূপ লাভ করেছে। আর এদিক থেকে এখানকার স্থানীয়রাও আমাদেরকে এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে। হঠাৎ এখানে এসে আহমদীরা যে বাড়িঘর নেয়া আরম্ভ করেছে স্থানীয়রা ইতোমধ্যেই তা বুঝতে পেরেছে। আর তারা এর চর্চাও আরম্ভ করেছে যে, তোমাদের খলীফা বা তোমাদের জামা'তের নেতার এখানে আসার কারণে হঠাৎ তোমারা এতদঞ্চলমুখী হয়েছ। অতএব এ কারণে পূর্বের চেয়ে নিজেদের উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে। তাদের ওপর নিজেদের ভালো প্রভাব ফেলতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, যে আয়াতগুলো আমি পাঠ করেছি সেগুলোতেও আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টির প্রতিও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব। এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্তা'লা মু'মিন ও মুসলমানদের সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও তাহলে নিজেদের ঈমান ও ধর্মকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করে নাও। যদি তা না কর তাহলে তোমাদের উন্নতি হবে না বরং তোমরা ভ্রষ্টতার গহ্বরে নিপতিত হবে। মসজিদ নির্মাণের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা পূর্ণ করতে হবে, তবেই আল্লাহ্তা'লার পুরস্কার লাভ হবে। ধর্মকে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে একনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা দিতে গিয়ে এক জায়গায়হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লাকে স্মরণ করা উচিত এবং তাঁর অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে প্রণিধান করা উচিত। নিষ্ঠা ও এহসান থাকা উচিত আর তাঁর প্রতি এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করা উচিত যে, তিনিই একমাত্র প্রভু এবং সত্যিকার কর্মবিধায়ক। ইবাদত সংক্রান্ত নীতিমালার সারাংশ এটিই যেন বান্দা এমনভাবে দণ্ডায়মান হয় যেন সে খোদা তা'লাকে দেখছে অথবা যেন খোদা তাকে দেখছেন। সকল প্রকার কলুষতা এবং সকল প্রকার শিরক থেকে যেন পবিত্র হয়ে যায়। আর তাঁরই মহত্ব এবং তাঁরই প্রতিপালনের প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে। তিনি বলেন, দোয়া মাসূরা এবং অন্যান্য দোয়া খোদার কাছে অনেক বেশি করা উচিত। আর অনেক বেশি তওবা ইস্তেগফার করা উচিত এবং বারংবার নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ করা উচিত যেন আত্মশুদ্ধি লাভ হয় এবং খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্কবন্ধন রচিত হয়। আর তাঁরই ভালোবাসায় যেন বিলীন হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, ইসলাম বলতে যা বুঝায় তাতে এখন পরিবর্তন এসে গেছে। সর্বত্র ঘৃণ্য স্বভাব বিরাজমান। অর্থাৎ ভ্রান্ত আচার আচরণ, বৃথা কথাবার্তা, নোংরা স্বভাব চরিত্র এবং পাপ অনেক বেড়ে গেছে, আর সেই ইখলাস বা নিষ্ঠা যার উল্লেখ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ এর মাঝে হয়েছে, তা সুরাইয়াতে উঠে গেছে। অর্থাৎ তার কোন অস্তিত্বই দেখা যায় না। খোদার সাথে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং খোদার ওপর ভরসা বিলুপ্তপ্রায়। এখন খোদা তা'লা নতুনভাবে সেসব বৈশিষ্ট্যকে জীবিত করতে চান। অতঃপর তিনি বলেন, এ যুগে লোক দেখানো, আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা,অহংকার, দর্প, দাম্ভিকতা ইত্যাদি ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্যাবলী অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ এই সমস্ত মন্দ বিষয় অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে আর مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ এর মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলী মহাশূন্যেহারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, খোদার ওপর ভরসা এবং তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পন করার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লার প্রতি ভরসাও আর অবশিষ্ট নেই।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, খোদার অভিপ্রায় হলো এগুলোর বীজ বপন করা। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে এই বীজ বপিত হয়েছে। এখন খোদা তা'লার ইচ্ছা হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্যকে জীবিত করা, ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা, হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকারপ্রদান করা আর তিনি তা করেছেন। এখন আমাদেরকে এই বীজ বপনের ফলে সৃষ্ট চারাগাছ এবং বৃক্ষের শাখায় পরিণত হতে হবে। আর আমরা তা তখন করতে পারব যখন নিজেদের ইবাদতকে আল্লাহ্তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করব,অন্যের দুর্বলতা দেখে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করব, আর আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টি অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য পাবে। এক জায়গায় তিনি বলেন, আমলের জন্য নিষ্ঠা হলো শর্ত। অতএব যদি কেবল বাহ্যিক আমল হয় আর তাতে নিষ্ঠা না থাকে, আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যদি ব্যকুলতা না থাকে তাহলে সেই আমল বৃথা, সেসব নামায বিফল।

আবার এক জায়গায় তিনি বলেন, স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থার সাথে তার জ্ঞাতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার খুবই সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি

মানুষের পানাহারের রীতিও তার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে। তিনি বলেন, আর এসব প্রকৃতিগত অবস্থাকে যদি শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী কাজে লাগানো হয় তাহলে যেভাবে লবণের খনিতে পড়ে সবকিছু লবণাক্ত হয়ে যায় সেভাবেই এই সমস্ত স্বভাবজ অবস্থা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌তা'লার যেসব নির্দেশাবলী রয়েছে, যেমন- পানাহারের অভ্যাস, মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, খাওয়ার সময় ভারসাম্য বজায় রেখে খাওয়া, আল্লাহতা'লার নির্দেশাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে যদি এসব বিষয় পালন করা হয়, শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী যদিকরা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে তোমাদের চরিত্রও উন্নত হবে। তিনি বলেন, এই সমস্ত অবস্থা চারিত্রিক জ্বশিষ্ট্যে রূপ নেয় আর আধ্যাত্মিকতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا অর্থাৎ অবশ্যই খাও এবং পান কর, কিন্তু খাবারেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরিমাণ বা মাত্রায় কমবেশি করো না, কেননা এতেও ভারসাম্য নষ্ট হয় আর এরপর এর প্রভাব আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপরও পড়ে। অতএব এক প্রকৃত ইবাদতকারী, যে আল্লাহ্‌তা'লার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে ইবাদত করে, সে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থায়ও উন্নতি লাভ এবং আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পাশাপাশি নিজের দৈহিক অবস্থায়ও সংশোধন করে। আর আল্লাহ্‌তা'লার নিয়ামতরাজির ব্যবহারও আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে। জাগতিক বস্তু, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং খাদ্য-পানীয় তার উদ্দেশ্য হয় না বরং আমৃত্যু জাগতিক নিয়ামতরাজি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে আর আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই মরকয বা কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার ফলে আল্লাহ্‌তা'লার কৃতজ্ঞতার দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করার পাশাপাশি চারিত্রিক মানও উন্নত করা আবশ্যক আর বিশেষভাবে এই নতুন অবস্থায় যখন অমুসলিমদের, প্রতিবেশীদের এবং অত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের দৃষ্টি এক নতুন আঙ্গিকে আমাদের প্রতি থাকবে তখন আমাদেরও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিজেদের কথা, কাজ ও কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে অধিক হারে প্রদর্শন করতে হবে। এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে আমরা যদি আমাদের জীবন অতিবাহিত করি তবে এটিই তবলীগের অনেক বড় একটি মাধ্যম হয়ে যাবে আর এটিই আমাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা বানিয়ে তাঁর কৃপাভাজন করবে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) আরো বলেন, এখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক মানু ষ তাদের প্রতিবেশী এবং বাহিরের মানুষদের সাথে খুব ভালো আচরণ করে কিন্তু নিজেদের ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে তাদের আচারব্যবহার ভালো হয় না। এটি তাদের ব্যক্তিগত কাজ নয়। এটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও ব্যক্তিগত যে, আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের অন্যায়ের শাস্তি তাদেরকেই দিবেন কিন্তু এসব বিষয় জামা'তী ঐক্য ও শান্তির ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। পারিবারিক অশান্তি সন্তানদের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তার ফলে ভাবিষ্যতে সন্তানরা জামা'তের উত্তম সদস্য হওয়ার পরিবর্তে জামা'ত ও ধর্ম থেকে দূরে চলে যায়। অতএব এক্ষেত্রেও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। একইভাবে যেসব মহিলা ছোটখাটো বিষয়েই উত্তেজিত হয়ে যায় তাদেরও উচিত নিজেদের সন্তানসন্ততির তরবিয়তের জন্য নিজেদের অবস্থ ার পরিবর্তন করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এ রমজানকে নির্ধারিত করে নিন যে, এ মাসের কল্যাণে আমরা নিজেদের গৃহকে সুশোভিত করব। রমজ ানে মসজিদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে কাজেই মসজিদের যে প্রকৃত সৌন্দর্য 'তাকওয়া' সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে অগ্রগামী হতে হবে। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) যেভাবে বলেছেন, তাকওয়ার পথ অনুসরণের মাধ্যমে কপটতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি হতে আত্মরক্ষা করতে হবে। আমাদের প্রতি যত বেশি আল্লাহ্‌তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে আমাদেরও তত বেশি এই বিষয়গুলো চিন্তা করা উচিত যে, আমরা যেন আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির পথ অনুসন্ধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে যে কেন্দ্র দান করেছেন এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মের প্রয়োজনের জন্য একে ব্যবহার করা। কিন্তু পার্থিবতার দিক থেকেও এটি আল্লাহতা'লার অনেক বড় কৃপা যিনি এই পুরস্কারে আমাদেরকে ভূ ষিত করেছেন। যেমনটি আমি এর আগেও বলেছি, আমরা আমাদের চেষ্টা -প্রচেষ্টায় এটি অর্জন করতে পারতাম না। যদিও এই কেন্দ্রের মাধ্যমে আল্লাহতা'লা আমাদেরকে ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। সুতরাং সকল দিক সামনে রেখে আমাদের উচিত আল্লাহতা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। একজন দুনিয়াদার মানুষ যখন এসব পরিকল্পনা ও কার্যক্রম দেখে তখন প্রভাবিত না হয়ে পারে না এবং সে যখন জানতে পারে যে, এটি কেবল আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে বা কৃপাবলে সম্ভব হয়েছে অন্যথায় আমরা একটি ছোট জামা'ত, যাদের জাগতিক উপায়-উপকরণও নিতান্তই সীমিত আর জামা'তের সদস্যদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কল্যাণে এসব হয় তখন তারা আরো বেশি অবাক হয়। তারা তখন উপলব্ধি করে যে, আজও সেই জীবন্ত খোদা বিদ্যমান আছেন যিনি যাকে সাহায্য করতে চান সাহায্য করেন, যাকে পুরস্কৃত করতে চান তাকে পুরস্কৃত করেন।

বিশ্বের এই অংশে আল্লাহতা'লা কেন্দ্র বানানোর তৌফিক দিয়েছেন যা একত্ববাদশূণ্য বরং অংশিবাদিতায় পরিপূর্ণ, (উদ্দেশ্য হলো) এখান থেকে নব উদ্যমে একত্ববাদ প্রচারের কাজ কর

এবং মহানবী (সাঃ)-এর সত্যিকার দাসের মিশনকে বাস্তবায়ন কর। আর অবশেষে যেন সেই দিন আসে যখন নগরের পর নগর শহরের পর শহর আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদের ঘোষণাকারী হবে। আজ যারা মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে মুখে যা আসে তা-ই বলে দেয়, এর পরিবতে মহানবী (সাঃ) এর পতাকাতলে আসাকে তারা যেন গর্বের কারণ মনে করে আর তার প্রতি যেন দরূদ প্রেরণ করে। অতএব, সকল আহমদী এবং সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো এই চেষ্টা করা বা বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করা যে, কীভাবে আমরা আল্লাহ্‌ তা'লার একত্ববাদের পতাকা উড্ডয়ন করতে পারি এবং মহানবী (সাঃ) এর পতাকাতলে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করতে পারি, কীভাবে আমরা হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) এর মিশনকে বাস্তবায়ন করতে পারি, কীভাবে যুগ-খলীফার পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার জন্য তাঁর সহযোগিতা করতে পারি, দোয়া ও কর্মের মাধ্যমে কীভাবে যুগ-খলীফার সাহায্য করতে পারি। আল্লাহতা'লা আমাদেরকে রমজান মাসে এই মসজিদের শুভ উদ্বোধন করার তৌফিক দিচ্ছেন। পূর্বের খলীফাদের কথা তো আমি জানি না কিন্তু আমার সময়ে এটি প্রথম উপলক্ষ্য যেখানে রমজান মাসে মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। সুতরাং এই কল্যাণমণ্ডিত ও দোয়া গৃহীত হওয়ার মাসের সদ্ব্যবহার করে আহমদীয়াতের উন্নতি এবং পৃথিবীর এই অংশে কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দোয়া করুন এবং অনেক দোয়া করুন। এই কেন্দ্রও যেন বর্ধিত হতে থাকে এবং এর আশপাশে আহমদীদের বসতিও যেন বিস্তৃত হতে থাকে। আমরা যেন ইসলামের ক্রোড়ে মানুষের আগমনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। আমরা যেন সকল বিরুদ্ধবাদীর ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা ছিন্ন ভিন্ন হতে দেখি। রাবওয়া যাওয়ার পথও যেন উন্মুক্ত হয়। আর কাদিয়ান, যা মসীহ্‌ (আঃ) এর রাজধানী, সেখানে যাওয়ার পথও যেন উন্মুক্ত হয় এবং মক্কা-মদীনা যাওয়ার পথও যেন আমাদের জন্য অবারিত হয়, কেননা তা আমাদের অনুসরনীয় ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর গ্রাম এবং ইসলামের চিরস্থায়ী কেন্দ্র আর প্রকৃত ইসলামের বাণী সেই লোকদের কাছেও যেন পৌঁছে আর তারাও যেন তা গ্রহণকারী এবং মহানবী (সাঃ) এর প্রকৃত দাসের সত্যায়নকারী হয়ে যায়। আর মুসলমানরা হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) এর হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক উম্মতরূপে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমলকারী যেন হয় এবং অতি দ্রুত অমুসলিম বিশ্বও যেন ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এই মসজিদের গঠনমূলক বৈশিষ্ট এবং উদ্দেশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে এই মসজিদ এবং সংলগ্ন হলে ২০০০ নামাজী নামায পড়তে পারে। হুযুর আনোয়ার মসজিদের নির্মাণকার্যের সাথে সম্পৃক্ত, খিদমাতকারী জামাতী সদস্যদের জন্য দোয়া করেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকেও উত্তম প্রতিদান দিন। বলেন, এই কাজের জন্য কোন নির্দেশ দেওয়া ছিল না কিন্তু অনেক বড় উদ্দেশ্য ছিল এবং এর সাথে অন্য দেশের জন্যও বৃহৎ পরিকল্পনা ছিল। আমার চিন্তা হচ্ছিল যে হয়ত বা কোথাও কোনও পরিকল্পনায় ব্যঘাত না ঘটে। কিন্তু আল্লাহতায়ালার বিশেষ ফজলে সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হতে থাকে। অতএব সর্বদা আল্লাহতায়ালার ফযলকে আমরা যতক্ষণ অন্বেষণ করতে থাকবো, আল্লাহতায়ালা কৃপা বর্ষণ করতে থাকবেন। মোটকথা আল্লাহ্‌তা'লা অবিরাম কৃপাবারি বর্ষণ করুন আর আগামীতে যে সকল প্রজেক্ট চলছে –তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হোক এবং আল্লাহ্‌ তা'লা আরও প্রজেক্ট পূর্ণ করার সৌভাগ্য দিন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা সার্বিকভাবে জামা'তকে যে আর্থিক কুরবানীর সৌভাগ্য দিয়েছেন, সেই কুরবানীর ফলে এ সকল প্রজেক্ট পূর্ণতা পেয়েছে আর পাচ্ছেও বটে আর আগামীতেও পূর্ণতা পেতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌তা'লা জামা'তের সকল সদস্যের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি দান করতে থাকুন আর তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে বরকত দিন। এ দিক থেকে এই প্রজেক্টের কথা আমি বলতে পারি যে, কোন বিশেষ তাহরীক ছাড়াই তা সুসম্পন্ন হয়েছে। আর যেহেতু জামা'তের সাধারণ বাজেটও এই প্রজেক্টের মাঝে অন্তর্ভুক্ত, তাই পৃথিবীর সকল জামা'তও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত, অতএব কে বেশি দিয়েছে আর কে কম দিয়েছে- সেই বাছবিচার নেই। আল্লাহ্‌ তা'লাসবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন আর ক্রমাগতভাবে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে বরকত প্রদান করুন। (আমীন)

BOOK POST
PRINTED MATTER

To

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
17 May 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B